দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০4 FEB 2016
পৃষ্ঠা 28 কলাম 6

বকশীগঞ্জে ৬ হাজার শিক্ষার্থীর ভাগ্যে বই জোটেনি

■ শাহীন আল আমীন, বকশীগঞ্জ (জামালপুর) সংবাদদাতা॥

সরকার সারাদেশে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই অর্থাৎ পহেলা জানুয়ারিতেই প্রতি শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দিলেও বকশীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণির ৬ হাজার শিক্ষার্থীর ভাগ্যে বই জোটেনি। এর মধ্যে ৫ হাজার প্রাথমিক ও এক হাজার মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী বই পায়নি। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দিনের পর দিন শিক্ষা অফিসে ধরনা দিয়েও বই পাচ্ছে না। ফলে বই না পেয়ে অভিভাবকরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার বিঘ্ন ঘটছে।

জানা গেছে, বকশীগঞ্জ উপজেলায় সরকারি প্রাইমারি স্কুল রয়েছে ১০৮টি, বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল ১৪টি, এনজিও পরিচালিত প্রাইমারি স্কুল ১৪৯টি এবং অনুমোদিত কেজি স্কুল রয়েছে ৪৫টি। প্রাথমিক শিক্ষা অফিস জানায়, চলতি শিক্ষা বর্ষে উপজেলায় প্রথম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য মোট বই বরাদ্দ দেয়া হয় ২৯৮২৯টি বা ৯৯৪৩ সেট বই। দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য ২৬৯১৯টি বা ৮৯৭৩ সেট বই, তৃতীয় শ্রেণির জন্য বরাদ্দ ২৩৯৫৮টি বা ৭৯৮৩ সেট বই, চতুর্থ শ্রেণির জন্য ৪১৯২২টি বা ৬৯৮৭ সেট বই এবং ৫ম শ্রেণির জন্য বরাদ্দ ৩১৫৩৩টি বা ৫২৫৫ সেট বই। যা ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

অপরদিকে উপজেলার ৩৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির জন্য ১৫ হাজার ৭০০সেট বই, ১০টি ভোকেশনালের জন্য ৬৮৫ সেট বই ও ২৬টি এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য ৩৮৫ সেট বই ও ১৮টি মাদ্রাসার জন্য ৪৯৫০ সেট বই বরাদ্দ দেয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, বরাদ্দপ্রাপ্ত বইগুলো বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ১ হাজার শিক্ষার্থী এখনও বই পাননি।

বই সংকটের বিষয়ে বকশীগঞ্জ পৌর শহরের হযরত শাহ জামাল (র:) স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ সরকার জানান, তার স্কুলে ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭৫ জন। এর মধ্যে শিক্ষা অফিস থেকে বই দেয়া হয়েছে ৯৭ সেট। ফলে শিক্ষা বর্ষেও এক মাস অতিক্রম হলেও অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। একই চিত্র অন্য আরও ৪৫টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) বাবু স্বর্ণজিৎ দেব জানান, বইয়ের চাহিদা এবং বরাদ্দ ঠিক আছে। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাহিদার তুলনায় বই বেশি নিয়েছে। তাই বইয়ের সংকট দেখা দিয়েছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান বই বেশি নিয়েছে তাদের কাছ থেকে তা উদ্ধার করে অন্য প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হবে।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ছানোয়ার হোসেন জানান, বইয়ের সমস্যা নেই। কিন্তু শিক্ষার্থীরা বিভাগ পরিবর্তন করায় কিছু স্কুলে বইয়ের সমস্যা হচ্ছে। তবে খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।

পহেলা জানুয়ারিতেই প্রতি শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দিলেও বকশীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণির ৬ হাজার শিক্ষার্থীর ভাগ্যে বই জোটেনি। এর মধ্যে ৫ হাজার প্রাথমিক ও এক হাজার মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী বই পায়নি। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দিনের পর দিন শিক্ষা অফিসে ধরনা দিয়েও বই পাচ্ছে না। ফলে বই না পেয়ে অভিভাবকরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন